স্টিফেনের প্রশ্ন

একটা ম্যাচ হারতেই সমালোচনা শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, ১৯৬৪ সালের পর কবে ভারত এত ভালো ফুটবল খেলেছে?

গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে জয়ই লক্ষ্য সুনীলদের

সমালোচকদের একহাত কনস্ট্যানটাইনের

আবু ধাবি, ১১ জানুয়ারি ঃ সমালোচকদের এবার একহাত নিলেন স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন। বিশেষ করে প্রাক্তন ফুটবলারদের সমালোচনা যে একেবারেই ভালোভাবে নিচ্ছেন না, তা পরিষ্কার করে দিতে কোনো দ্বিধা করছেন না তিনি। একইসঙ্গে তাঁর দলকে যে গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচ জিততেই হবে শেষ ষোলোয় যেতে হলে, তাও এদিন জানান তিনি। যদিও শেষ ম্যাচ না জিতলেও জটিল অঙ্কের হিসেবে সুনীল ছেত্রীদের নকআউটে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে বাকি গ্রুপগুলি কী অবস্থায় থাকছে তার উপরেই নির্ভর করছে ভারতের ভাগ্য। সব গ্রুপ মিলিয়ে 'তৃতীয় সেরা'-র সুযোগ পেতে পারেন সন্দেশ ঝিংঘান-প্রীতম কোটালরা।

ভারত বৃহস্পতিবার হেরে যেতেই বহু প্রাক্তন ফুটবলার সমালোচনা শুরু করেন ভারতীয় দলের। এই নিয়ে এদিন মুখ খুলে কনস্ট্যানটাইন বলেন, 'এটা অত্যন্ত খারাপ যে, একটা ম্যাচ হারতেই দলের সমালোচনা শুরু করে দিলেন কিছু মানুষ। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, ১৯৬৪ সালের পর কবে ভারত এত ভালো ফুটবল খেলেছে? আমার ছেলেরা যা করে দেখিয়েছে তা ভারতের কে, কবে খেলতে পেরেছে? মনে হয় শেষবার ১৯৬৪ সালে খেলেছিল। আগে ভারতীয় দল একটা গোল খাওয়ার পরে ভাবা শুরু করত যে চলো চাপ তো আর কিছু নেই। এবার খেলা যাক। আমাদের সেই জায়গা থেকে বেরোতে হবে। গত তিন বছরে ছেলেরা নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ওদের আমি বিশ্বাস করি। তাই ওদের সমালোচনা করলে আমি সেটা ব্যক্তিগতভাবেই নেব।' এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'আমরা দুটো ম্যাচে প্রচুর সুযোগ তৈরি করেছি। যা কাজে লাগিয়ে প্রথম ম্যাচে ৪-১ করে দিই। এই ম্যাচে আমাদের অন্তত ৪-০ গোলে জেতা উচিত ছিল। একটাও যদি তার মধ্যে কাজে লাগাতে পারতাম তাহলে কিন্তু শুরুতেই আমিরশাহি ঝামেলায় পড়ে যেত। আমাদের চাপ নিয়ে খেলাটা শিখতে হবে। আমার ছেলেরা কিন্তু সেটা পারছে।' তিনি শুধু ফুটবলারদের পাশে দাঁড়াননি, তাঁর সহকারীদেরও প্রশংসা করে বলেন, 'বেঙ্কটেশ এই মুহূর্তে ভারতের অন্যতম সেরা কোচ। এদের কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে। এই তো আশিক কুরিয়ানকে দেখুন। ওকে নিয়ে এসেছিল বেঙ্কটেশ। আজ দেখুন দলের কী প্রচণ্ড লোড ও নিচ্ছে। এরকম ছেলেকে যদি আমরা ৮ কী ৯ বছর বয়সে তুলে আনতে পারি তাহলে ও ভারতে নয়, ইউরোপে খেলবে। শুধু ভালো ফুটবলার নয়, ভালো কোচও ভারতে তৈরি করতে হবে।' তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, 'পরের ম্যাচটা আমাদের জিততেই হবে নকআউটে যেতে হলে। আশা করছি সেটা পারব।'

সুনীলও বলেন, 'আমরা এখনও দৌড়ে আছি। বাহারিনের মোকাবিলা করতে সবাই তৈরি।' সুনীলের আরও মন্তব্য, 'খুব ক্লোজ ম্যাচ ছিল। আমরা যেসব সুযোগ পেয়েছিলাম তা কাজে লাগাতে পারলে অন্যরকম হত ব্যাপারটা। ওরা সেটাই করেছে।' সুনীল হতাশ তাঁদের দুটো বল পোস্টে লাগায়। বলেন, 'দু-বার করে পোস্টে লাগল বল, তাছাড়া আমিও সুযোগ কাজে লাগাতে পারিনি। তবে ভালো দিক একটাই। প্রচুর ছেলে উঠে এসেছে। হোলিচরণ নার্জারি, উদান্তা সিং, আশিক প্রত্যেকে দুর্দান্ত। ওরাই ভবিষ্যৎ।' এত ভালো ম্যাচ খেলেও শূন্য হাতে ফেরার পর যে বাহারিন ম্যাচটাই তাঁদের কাছে এখন অগ্নিপরীক্ষা তাও জানাতে ভোলেননি সুনীল।

অনুশীলনের মাঝে সনি নরডিকে নির্দেশ খালিদ জামিলের। ছবি ঃ ডি মণ্ডল

তোলপাড় ফুটবলবিশ্ব

খাঁচাবন্দি ভারতীয় সমর্থক

আবু ধাবি, ১১ জানুয়ারি ঃ মধ্যযুগীয় বর্বরতা নাকি পাগলের পাগলামি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এক ভিডিয়ো দেখে সেটাই ভাবছেন ফুটবলপ্রেমীরা। যার কেন্দ্রে রয়েছে শুক্রবারের ভারত বনাম সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ম্যাচ। ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, এক আমিরশাহি ব্যক্তি বড়ো খাঁচায় বন্দি করে রেখেছেন কিছু মানুষকে। কী তাদের অপরাধ? তাদের অপরাধ এটাই যে, তারা ভারতীয় ফুটবল দলের সমর্থক। আর সেই কথা জনৈক আমিরশাহির বাসিন্দার কাছে অকপটে বলার ফলেই বন্দিত্বের শাস্তির মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের। একমাত্র আমিরশাহি সমর্থক 'কবুল' করলেই খাঁচা থেকে মিলছে রেহাই। এই বর্বরতা দেখে চোখ কপালে উঠেছে আমিরশাহির ফুটবল প্রশাসকদের। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। প্রশাসনের তরফ থেকে বলা হয়েছে, 'একটি ভিডিয়ো আমাদের হাতে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে এক ব্যক্তি কিছু এশীয় ফুটবল সমর্থকদের খাঁচায় বন্দি করে রেখেছে। আমরা ইতিমধ্যেই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করে দিয়েছি।' অভিযোগ প্রমাণ হলে অভিযুক্তের ছয় মাস থেকে সর্বোচ্চ দশ বছর পর্যন্ত জেল এবং বড়োরকমের জরিমানা হতে পারে।

বিপাকে পড়ে এখন উলটো সুর শোনা গিয়েছে অভিযুক্তের গলাতেও। 'মজা' করতেই নাকি তিনি এমন ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন বলে জানিয়েছেন। বন্দি ফুটবলপ্রেমীরা তাঁর ফার্মের কর্মী বলেও দাবি করেছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, 'খাঁচায় যাদের বন্দি করেছি, তাদের ২২ বছর ধরে চিনি। আমি ওদের সঙ্গে মজা করতেই খাঁচায় আটকে রেখেছিলাম।' অভিযুক্ত সাফাই গাইলেও বিশ্বফুটবলের মঞ্চে যে আমিরশাহির মুখ পুড়ল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কোয়েসের সমর্থনে সরব ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ঃ কোয়েস বনাম শীর্ষকর্তা বিতর্ক থামার কোনো ইঙ্গিতই নেই ইস্টবেঙ্গলে। বৃহস্পতিবার কোচ এবং কোয়েসের বিরোধিতায় ক্লাবে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন একদল সমর্থক। এদিন তার উলটো ছবি ধরা পড়ল লাল-হলুদ অনুশীলনে। শুক্রবার বোরহা গোমেজ পেরেজ, জনি আকোস্টাদের অনুশীলন দেখতে হাজির হয়েছিলেন শতাধিক সদস্য-সমর্থক। তাঁরা অবশ্য পাশে দাঁড়াচ্ছেন ক্লাবের ইনভেস্টরদের। ক্লাবের সদস্য-সমর্থকদের কথায়, ইস্টবেঙ্গল যাতে লিগ জিততে পারে তার জন্য সদর্থক চেষ্টা করছে কোয়েস কর্তৃপক্ষ। নামি কোচের পাশে বেশ ভালো মানের বিদেশি ফুটবলার তারা নিয়ে এসেছেন। আই লিগেও ভালো খেলছে ইস্টবেঙ্গল। এই সময় অযথা বিতর্ক সৃষ্টি করে ফুটবলারদের মনঃসংযোগে চিড় ধরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, যেটা কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। ফলে ক্লাবের প্রশাসনের দুই পক্ষকে নিয়ে যে দুই মেরুতে সমর্থকরাই সেটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। সামনেই আই লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে মশাল শিবিরের। ১৪ জানুয়ারি লিগশীর্ষে থাকা চেন্নাই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে খেলবে আলেহান্দ্রো মেনেন্ডেজ গার্সিয়ার ছেলেরা। সেই ম্যাচের প্রস্তুতিতে শুক্রবার নেমে পড়ল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু মাঠের বাইরে এই টানাপোড়েন লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে ফোকাস নষ্ট করবে না তো জবিদের? যা নিয়ে চিন্তিত দেখাল কোয়েস কর্তা সঞ্জিত সেনকেও। তিনি বলেন, 'লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে চেন্নাই ম্যাচে ভালো ফল করতেই হবে। ফুটবলারদের সেইদিকেই ফোকাস করতে বলা হয়েছে। মাঠের বাইরে কোনো সমস্যা হলে সেটা দেখার জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষ আছে। তারা ভালোই সামলাতে পারবে।' তবে সঞ্জিত সেন যতই বলুন। কোয়েস এবং ক্লাবের শীর্ষকর্তাদের মধ্যে ফাটল বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। এদিন লাল-হলুদের অনুশীলন দেখতে মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার। বৃহস্পতিবার ক্লাবে সমর্থকদের বিক্ষোভ নিয়ে অবশ্য এখনই মুখ খুলতে নারাজ তিনি।

তবে এই ডামাডোলের প্রভাব যাতে ফুটবলারদের উপর না পড়ে সেদিকে কড়া নজর রাখতে দেখা গেল ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচ আলেহান্দ্রোকে। শুক্রবার লাল-হলুদ অনুশীলনে নেমে পড়লেন মিজো মিডিয়ো সিয়াম হাঙ্গল। এর আগে দিল্লি ডায়নামোস, বেঙ্গালুরু এফসি-তে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ২৫ বছরের এই ফুটবলারের। প্রথম দিনের অনুশীলন যে বেশ উপভোগ করেছেন তা নিজের মুখেই জানালেন হাঙ্গল। আপাতত দ্রুত দলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই লক্ষ্য বলে জানান তিনি। তবে হালকা অনুশীলনের মাঝে এদিন পায়ের গোড়ালিতে চোট পেয়ে কোচের চিন্তা বাড়ালেন লালডানমাওইয়া রালতে। লাল-হলুদ শিবির অবশ্য চেন্নাই ম্যাচে তাঁর খেলার ব্যাপারে আশাবাদী। এদিকে, ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে এদিন কিটস স্পনসরহীন নতুন জার্সিতে অনুশীলন করতে দেখা গেল হাইমে স্যান্টোস কোলাডো-টনি ডোভালেদের। আগের কিট স্পনসরের সঙ্গে চুক্তি ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন কোয়েস ইস্টবেঙ্গলের সিইও সঞ্জিত সেন। দ্রুত নতুন স্পনসর আনার ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

বাগডোগরায় জিনসন

এশিয়ান গেমসে জোড়া পদকজয়ী জিনসন জনসনকে বরণ পুলিশ কর্তাদের। ছবি ঃ খোকন সাহা

এক নম্বর হওয়ার তাগিদে জাকার্তায় দৌড়েছেন জিনসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ কেরলের গ্রাম থেকে উঠে এসে এশিয়ান গেমসে জোড়া পদক জয়। লম্বা পথ পাড়িতে জিনসন জনসনের সঙ্গী ছিল এক নম্বর হওয়ার তাগিদ। দার্জিলিং পুলিশের হাফ ম্যারাথনের জন্য শুক্রবার বাগডোগরায় এসে জাকার্তা-সাফল্যের রহস্য উদ্ঘাটনে তিনি এই তথ্য দিয়েছেন। জিনসন বলেছেন, 'আমার পরিবারের কেউ ক্রীড়াজগতের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তারপরও গোটা পরিবার সবসময় আমাকে দৌড়াতে উৎসাহ দিয়েছে। আমার বরাবর লক্ষ্য ছিল শীর্ষে পৌঁছানো। এশিয়ান গেমসেও একই মানসিকতা নিয়ে গিয়েছিলাম।' জাকার্তা পৌঁছানোর আগেই ৮০০ মিটার দৌড়ে জিনসনের সোনা জয় নিয়ে নিশ্চিত ছিল ভারতীয় ক্রীড়ামহল। স্বপ্নদেখায় ইন্ধন জুগিয়েছিল ৮০০ মিটারে শ্রীরাম সিংয়ের ৪২ বছরের জাতীয় রেকর্ড ভেঙে গত বছর জুন মাসে আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিকসে জিনসনের নতুন নজির তৈরি। তারপরও এশিয়াডে সোনা আসেনি তাঁর দখলে। সোনা নিয়ে যান মনজিৎ সিং। যা নিয়ে একটুও দুঃখ নেই ২৭ বছরের অ্যাথলিটের। বলেছেন, 'মনজিতের হাত ধরে হলেও সোনা এসেছিল ভারতের দখলে। পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতও বাজতে শুনেছি। তাছাড়া আমার আর মনজিতের সেরা টাইমিংয়ে মাত্র ১ সেকেন্ডের তফাত ছিল। তাই মন খারাপ হয়নি।' তবে ৮০০ মিটারে শীর্ষস্থান হাতছাড়া ১৫০০ মিটার দৌড়ে সোনা জয়ে তাঁর জেদ বাড়িয়ে দিয়েছিল বলে জিনসন স্বীকার করে নিয়েছেন।

আগামীকাল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবসে সুখিয়াপোখরি থেকে হাফ ম্যারাথন শুরু হবে। এজন্য বাগডোগরা পৌঁছাতেই জিনসনকে বরণ করে নেন ডিএসপি (রুরাল) প্রবীর মণ্ডল, বিধাননগর থানার ওসি সুমন কল্যাণ প্রমুখ। হাফ ম্যারাথনের স্লোগান সেফ ড্রাইভ সেভ লাইভ নিয়ে জিনসনের মন্তব্য, 'প্রতি দিন গাড়ি বাড়ছে। কিন্তু রাস্তা সেই তুলনায় বাড়েনি। তাই নিজেদের স্বার্থেই গাড়ি চালানোর সময় আরও সতর্কতা প্রয়োজন।'

খালিদের চিন্তায় এডু-কাটসুমিদের সেটপিস

ডার্বির আগে আত্মবিশ্বাস ফেরত চায় মোহনবাগান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ঃ মাত্র ১৫-১৬ দিনের ব্যবধানে একে অপরের বিরুদ্ধে খেলছে দু-দল। আগের ম্যাচে বাগে পাওয়া মোহনবাগানকে নিয়ে কিন্তু এদিন কপালে চিন্তার ভাঁজ নেরোকা এফসি-র স্প্যানিশ কোচ ম্যানুয়েল রোটামেরোর। কারণটা আর কিছুই না, নতুন কোচের সংযুক্তিতে পালটে গিয়েছে মোহনবাগান। যাদের দেখে মনে হচ্ছিল না যে আদৌ উঠে দাঁড়াতে পারবে, তাদেরই খেলায় ঘুরে দাঁড়ানোর ইচ্ছা। তার পিছনে রয়েছে খালিদ জামিলের নিজস্ব স্টাইলের দল পরিচালনা এবং সনির প্রথম একাদশে ফিরে এসে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া। আর এতেই যেন বদলে গিয়েছে মোহনবাগান। শেখ ফৈয়াজও বলে গেলেন, 'সনি নরডি, এজে কিংসলের মতো সিনিয়র আমাদের সাজঘরে খুব মোটিভেট করছে। আমরা কোনো সময়েই খুব খারাপ খেলছিলাম না। কিন্তু কিছু কারণে পরপর সব ম্যাচে জয় আসেনি। আশা করছি, এবার সেরকম কিছু ঘটবে না। নেরোকার বিরুদ্ধে আমরা জিতব।'

যদিও অনেকেই 'না আঁচালে বিশ্বাস নেই' মানসিকতা থেকে বলছেন, নেরোকা ম্যাচের পরেই বোঝা যাবে সত্যিই এই দুটো ফ্যাক্টর কাজ করছে কিনা। এমনকি খালিদ জামিলও বলে গেলেন, 'এই ম্যাচটা আমাদের কাছে টার্নিং পয়েন্ট। এরপরেই বোঝা যাবে, আমরা আদৌ আর লিগের লড়াইয়ে থাকব কিনা। তাছাড়া ডার্বির আগে এটাই শেষ ম্যাচ। তাই নেরোকার বিরুদ্ধে জিতলে ছেলেদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে।' তিনিও যে ডার্বির অঙ্ক কষতে শুরু করে দিয়েছেন, তা পরিষ্কার। কারণ, গতবার লাল-হলুদের কোচ হয়ে দুই ডার্বিতেই হেরেছিলেন খালিদ। ফলে শুধু কোচ হিসেবে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং সমর্থকদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠারও শেষ সুযোগ ২৭-এর ম্যাচ। তবে তার আগে তাঁকে টপকাতে হবে নেরোকা প্রাচীর। যেখানে আবার রোটামেরোকে খালিদের কোচিং স্টাইল, মোহনবাগানের দুর্বলতা যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করার জন্য বসে আছেন একদা তাঁর বেশ কাছের দুই বিদেশি ইউসা কাটসুমি এবং এডুয়ার্ডো সোরেস ফেরেরা। যাদের মধ্যে এদিন ব্রাজিলীয়কে সাংবাদিক সম্মেলনের মঞ্চে দেখেই বুকে টেনে নিলেন খালিদ। যা দুর্লভ ছবি হিসেবে ঠাঁই পেতে পারে চিত্রসাংবাদিকদের সংগ্রহে। এডুকে অবশ্য খুব খুশি দেখায় বহুদিন পরে মোহনবাগান লনে বসে কথা বলার সময়ে। বলেও ফেলেন, 'দারুণ লাগছে এতদিন পরে এখানে বসে আপনাদের মতো সব চেনা মুখগুলো দেখে।' তবে খালিদের কোচিংয়ে খেললেও তাঁর দেওয়া তথ্য কাজে দেবে কিনা সেই প্রসঙ্গে বলেন, 'দেখুন খালিদের কোচিংয়ে খেললেও ওর কাছে যেমন দলটা নতুন তেমনি আমিও একটা অন্য জায়গায় খেলছি। তাই আমি যেভাবে বলব, সেভাবেই যে খালিদের চিন্তাভাবনা চলবে তা নাও হতে পারে। তাছাড়া ও দারুণ কোচ। তাই এই মোহনবাগানকে কীভাবে খেলালে ভালো ফল পাওয়া যায় সেটা ও ঠিক ভেবে বার করে ফেলবে।' প্রথম দফায় অবশ্য এই এডু-কাটসুমি অস্ত্রেই কাত হয়েছিল মোহনবাগান। সেটা জানা আছে বলেই এদিন বহুক্ষণ সেটপিস থেকে গোল করা এবং গোল না খাওয়া অনুশীলন করালেন বাগান কোচ।

অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে সম্ভবত নিজেকে খানিকটা বদলেছেন খালিদ। তাই এদিন নিজের দলের ভালো-মন্দের খানিকটা ব্যাখ্যা দিতেও দেখা গেল তাঁকে। 'আমাদের দলের সার্বিকভাবেই উন্নতি দরকার। সবাইকে বলেছি, বাড়তি কিছুর প্রয়োজন নেই, একেবারে সোজাসাপটা ফুটবল খেলো। ম্যাচ বাই ম্যাচ উন্নতি করতে হবে। আজ আমি সেটপিস নিয়ে আলাদা করে অনুশীলন করিয়েছি। কাটসুমি-এডুরা সত্যিই খুব ভালো সেটপিসে। তাছাড়া ওদের সার্বিকভাবেই অ্যাটাকটা ভালো। তাই আমাদের ডিফেন্স শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন।' ডিফেন্সে নেরোকার বিরুদ্ধেও হয়তো কিছু রদবদল করতে চলেছেন খালিদ। শুধু তাই নয়, আবার মোহনবাগান ফিরতে পারে দুই স্ট্রাইকারে। সেক্ষেত্রে ওমর এলহুসেনি না ইউতা কিনোয়াকি, কোপ কার উপরে পড়বে এখন সেটাই দেখার।

মোহনবাগান বনাম নেরোকা এফসি
ম্যাচ সম্প্রসারণ স্টার-৩ চ্যানেলে দুপুর ২টোয়

আজ আদজাই ভরসা মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ঃ একমাত্র বিদেশি ফিলিপ আদজাকে নিয়েই আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশন অভিযান শুরু করছে মহমেডান স্পোর্টিং। কাল কল্যাণীতে সাদা-কালোর প্রথম প্রতিপক্ষ এটিকে রিজার্ভ দল। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি দল তিনজন বিদেশি সই করাতে পারবে। তারমধ্যে একজন এশীয় কোটার। তবে মাঠে খেলতে পারবেন দু-জন। ফিলিপ আদজার ভাই মোয়েস জুটার আইটিসি ম্যাচের ৭২ ঘণ্টা আগে না আসায় প্রথম ম্যাচে রঘু নন্দীর ভরসা ফর্মে থাকা আদজাই। এর পাশাপাশি পঙ্কজ মৌলা, প্রিয়ন্ত সিংয়ের মতো স্বদেশীয়রা রয়েছেন। বিগত কয়েক বছর ভালো খেলেও আই লিগের মূল পর্বে জায়গা করতে পারেনি কলকাতার তৃতীয় প্রধান। এবার অবশ্য ভালো ফলের বিষয়ে আশাবাদী দলের টিডি রঘু নন্দী। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন,'এবার দলের প্রস্তুতি যথেষ্টই ভালো হয়েছে। চোট-আঘাতের সমস্যা নেই। আদজাও ছন্দে রয়েছে। তাই আশা করছি, ফল ভালো হবে।' একইসঙ্গে প্রতিপক্ষ সম্পর্কে তাঁর সংযোজন, 'রিজার্ভ দল হলেও তাদের হালকাভাবে নেওয়ার কোনো জায়গা নেই। টুর্নামেন্টে শুরুর ম্যাচ সবসময়ই কঠিন হয়।' এবার দলের অধিনায়কও আদজা। সর্বভারতীয় মঞ্চে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে মরিয়া ঘানার স্ট্রাইকার।

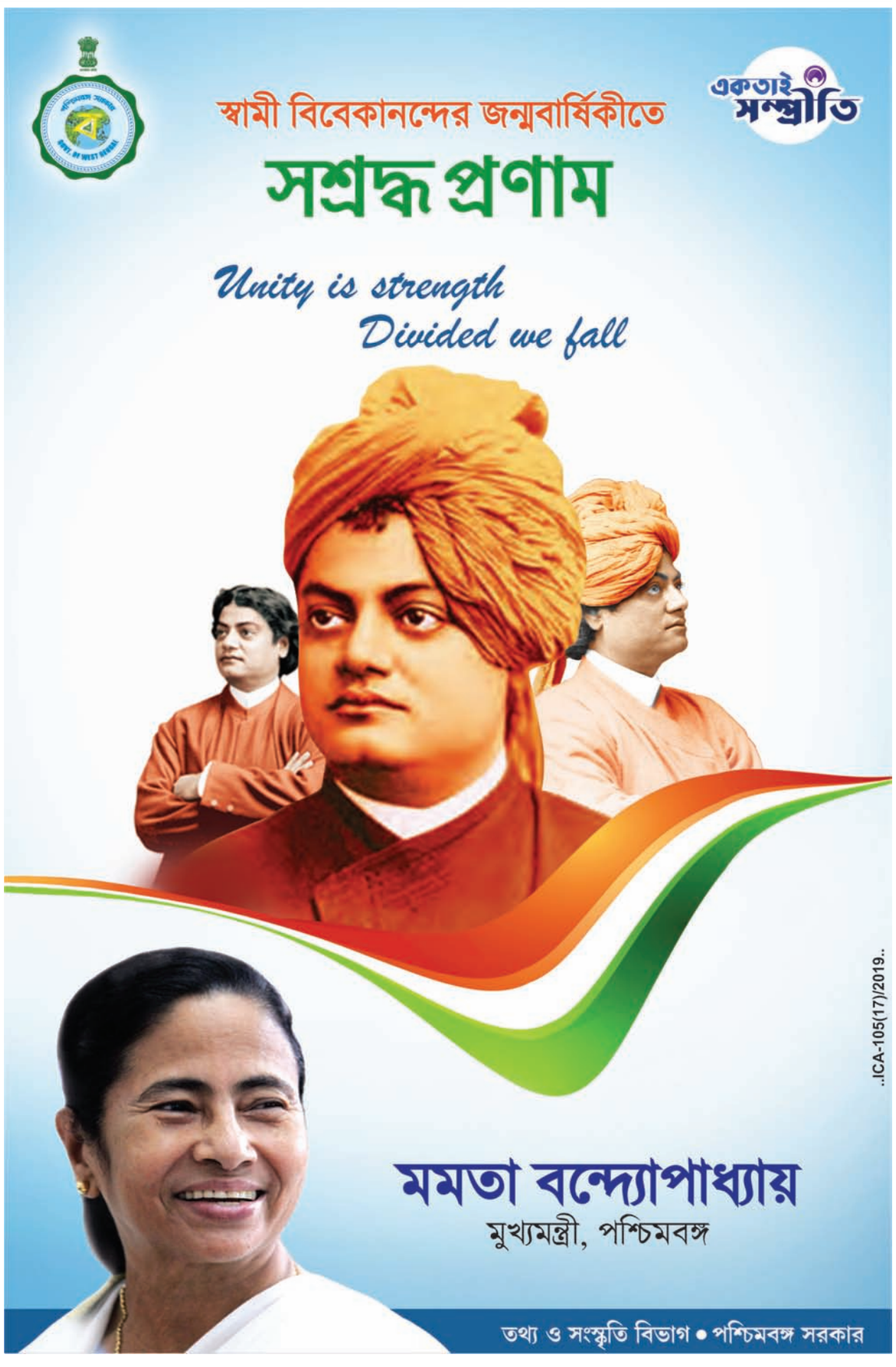

সংবাদ সংক্ষেপে

জয়ী ইয়ং, সন্তোষ

কিশনগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি ঃ হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে জেলা ক্রিকেট সংস্থার ১৪ দলীয় দ্বিতীয় ডিভিশন ক্রিকেটে শুক্রবার ইয়ং স্টার ক্লাব ৪৯ রানে স্ট্রং ক্রিকেট ক্লাবকে হারিয়েছে। রুইধাসা মাঠে টসে জিতে ইয়ং স্টার ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪৫ রান তোলে। তাদের রাজু সর্বোচ্চ ৪১ রান করেন। হেমন্তর অবদান ২৮। মুকেশ ২৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে স্ট্রং ১৯.৩ ওভারে ৯৬ রানে গুটিয়ে যায়। মুকেশ ৩৭ ও শরিফ ১৫ রান করেন। বিকাশ ১৫ ও বিনোদ ১৬ রানে নেন ২ উইকেট। অন্য ম্যাচে সন্তোষ ক্রিকেট ক্লাব ৫ উইকেটে রুইধাসা রয়্যালের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে রয়্যাল ১৬ ওভারে ৭৮ রানে অলআউট হয়। শুভম ১১ রান করেন। রাজেশ ১২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে সন্তোষ ১৪.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ৮০ রান তুলে নেয়। রাজু রায় ১২ রান করেন। রবি থাপা ১৭ রানে নেন ২ উইকেট।

জেলা মিট আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর পরিচালনায় ও আঠারোখাই আঞ্চলিক কমিটির তত্ত্বাবধানে বিশেষভাবে সক্ষমদের জেলা মিট শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। সম্মিলনীর জেলা সচিব অমল আচার্য জানিয়েছেন, আঠারোখাই খেলার মাঠে অনুষ্ঠেয় আসরে ৫২টি ইভেন্টে ৪৩২ জন অংশ নেবেন। এই মিট থেকে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠেয় রাজ্য মিটের জন্য দার্জিলিং জেলা দল গঠিত হবে।

প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ২০ দলীয় প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট শনিবার শুরু হবে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠেয় আসরে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ও রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ। প্রতিযোগিতার বাকি দলগুলি হল- নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব, এনবিএসটিসিআরসি, বান্ধব সংঘ, বিবেকানন্দ ক্লাব, দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব, তরুণ তীর্থ, উল্কা ক্লাব, এনআরআই, ভিবিজিওর স্পোর্টিং ক্লাব, মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব, বিধান স্পোর্টিং ক্লাব, নরেন্দ্রনাথ ক্লাব, মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব, বিপ্লব স্মৃতি অ্যাথলেটিক ক্লাব, নবীন সংঘ, নবোদয় সংঘ, নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ও কিশোর সংঘ।

জয়ী অগ্রগামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে শুক্রবার অগ্রগামী সংঘ ৭ উইকেটে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নকে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে টসে হেরে দেশবন্ধু ৪২ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬৩ রান তোলে। তাদের চন্দন সিং সর্বোচ্চ ৪২ রান করেন। নীতিন আগরওয়ালের অবদান ৩৭। পৃথ্বিরাজ বর্মন ৩২ রান রেখে আসেন। ঋষভ আগরওয়াল ২৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। হরতিন্দার সিং গিল ২২ ও অক্ষয় শর্মা ২৩ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে অগ্রগামী ৩৩.২ ওভারে ৩ উইকেটে ১৬৫ রান তুলে নেয়। তাদের ইপু সাহা ৬৪ ও শাহবাজ আনোয়ার ৩৪ রানে অপরাজিত থাকেন। শনিবার খেলবে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ও আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ।

বিদায় শিলিগুড়ির

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ আন্তঃজেলা মহিলাদের ক্রিকেটে সেমিফাইনাল রাউন্ডে বিদায় নিল শিলিগুড়ি। শুক্রবার তারা ৭৪ রানে নদিয়ার বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে। চুঁচুড়ায় প্রথমে নদিয়া ৩৬ ওভারে ৫ উইকেটে ২২১ রান তোলে। তাদের মিতা পাল সর্বোচ্চ ১১৩ রান করেন। অঙ্কিতা বর্মনের অবদান ৩৪। শম্পা বাড়ুই ৩৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে শিলিগুড়ি ৩৬ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪৭ রানে আটকে যায়। কাকলি সিংহ ২৩, অঙ্কিতা মোহন্ত ১৭ ও পূজা অধিকারী ১৬ রান করেন। অঙ্কিতা ২১ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।